সংবাদ

তারিখ 12 JUN 2013
পৃষ্ঠা ..... কলাম .....

সেশনজটের 'মডেল' ইবির আল-ফিকহ বিভাগ

দীর্ঘ ১০ বছরেও কোন ব্যাচের মাস্টার্স শেষ হয়নি মারাত্মক হুমকির মুখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন

ইকবাল হোসাইন রুদ্র, ইবি

বিশ্বের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজটের 'মডেল' হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-ফিকহ বিভাগ। হাতে গোনা কয়েক বিভাগ বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগেই দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজট বিরাজ করছে। তবে সেশনজটের দিক দিয়ে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-ফিকহ' বিভাগ। বর্তমানে বিভাগটিতে মোট ব্যাচ ১০টি রয়েছে। দীর্ঘ ১০ বছরেও কোন ব্যাচের মাস্টার্স শেষ হয়নি। সেশনজটের কারণে মারাত্মক হুমকির মুখে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। এ ভয়াবহ সেশনজটের জন্য তারা বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কোন্দল, কিছু শিক্ষকের দায়িত্বহীনতা, বিভাগীয় সভাপতির অদক্ষতা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও শরিয়াহ অনুষদের অধীনে আল-ফিকহ বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটিও ব্যাচ মাস্টার্স শেষ করতে পারেনি। বর্তমানে বিভাগটিতে মোট ১০টি ব্যাচের অধীনে প্রায় ৬শ' শিক্ষার্থী এবং ৮ জন শিক্ষক। এর মধ্যে মাস্টার্সে ৩টি, অনার্স শেষ বর্ষে ১টি, ৩য় বর্ষে ২টি, ২য় বর্ষে ২টি এবং প্রথম বর্ষে ২টি ব্যাচ রয়েছে। ২০০৩-০৪ সেশনের মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা তিন মাস আগে শেষ হলেও রেজাল্ট কবে নাগাদ প্রকাশ হবে তা এখনও অনিশ্চিত। ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ কয়েক দফা ঘোষণা করা হলেও এখনও শুরু হয়নি। কয়েকটি বিভাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা নির্ধারিত তারিখে কোন কারণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিক্ষকরা কোন প্রকার ক্লাস পরীক্ষা নিবেন না নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষকদের এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা।

এদিকে আল-ফিকহ বিভাগের সেশনজটের মূল কারণ হিসেবে বিভাগীয় কিছু শিক্ষকের গাফিলতি, দলীয় কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রুটিনমাফিক ক্লাস না নেয়া এবং খাতা জমা দিতে বিলম্ব করানসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তবে বিভাগীয় শিক্ষকদের ভয়ে কেউ নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, জামায়াতপন্থি, নির্দলীয় শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদার আজ পর্যন্ত রুটিনমাফিক কোন ক্লাস পরীক্ষা নেননি। অধিকাংশ সময় ব্যক্তিগত কাজে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকেন। ইতোপূর্বে ইসলামিক টিভি ও দিগন্ত টিভিতে তাকে নিয়মিত আলোচনা করতে দেখা যেত। বর্তমানে চ্যানেল দুটি বন্ধ থাকার পরও ঠিকমতো ক্লাস নিচ্ছেন না। মাস্টার্সের এক ছাত্র বলেন, তিনি দুই বছর আমাদের ক্লাস নেননি। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার পর তিনি মাত্র দুটি ক্লাস নিয়েছেন। সেশনজটের নেপথ্যে আরেক শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ভূমিকার অভিযোগ উঠেছে। বিএনপিপন্থি বিভাগীয় নির্দলীয় শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক আনোয়ারুল ওহাব শাহীন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বলেন, তিনিও আমাদের ঠিকমতো ক্লাস পরীক্ষা না নিয়ে ঢাকার কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস নেন। আর মাসের পর মাস পরীক্ষার খাতা আটকে রাখেন।

বিভাগের জামায়াতপন্থি শিক্ষক ও সহযোগী অধ্যাপক ড. নাজিমউদ্দিন এবং বিএনপিপন্থি শিক্ষক ও সহযোগী অধ্যাপক নূরুল ইসলামের বিরুদ্ধেও নিয়মিত ক্লাস না নেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও প্রায় সব শিক্ষক, বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িত থাকায় বছরের অধিকাংশ সময় ক্যাম্পাসের বাইরে থাকার অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুবকর মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদারের মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।

সহকারী অধ্যাপক আনোওয়ারুল ওহাব শাহীন বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনির্ধারিত নিয়ম অনুসারে খাতা জমা দেই কিন্তু মাঝেমধ্যে দেরি হয়ে যায়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়ার ব্যাপারটি তিনি এড়িয়ে যান। এদিকে, বিভাগীয় সভাপতি সহকারী অধ্যাপক হামিদা খাতুন অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সভাপতি হিসেবে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করব না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে ওই বিভাগের সভাপতির সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছি। তিনি প্রশাসনকে না জানিয়ে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ রাখার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা ভুল হয়েছে বলে তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন।

দীর্ঘ সেশনজটের কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন মারাত্মক হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন বিভাগের কিছু শিক্ষার্থী। আল ফিকহ বিভাগের এক শিক্ষার্থী বলেন, সেশনজট দূর না হলে আমার শিক্ষাজীবনে চরম হতাশা নেমে আসবে। কারণ আমার নিজের খরচ নিজেকে জোগাতে হয়।